Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

বর্তমান সমাজে তৃতীয় লিঙ্গ ও জেণ্ডারের ধারণা : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

CONCEPTS OF THIRD SEX AND GENDER IN CONTEMPORARY SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Dr. Raspoti Mandal (ড. রাসপতি মণ্ডল)
Assistant Professor, Department of Philosophy, Bangabasi College, Kolkata, India

সারসংক্ষেপ : বর্তমান সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের মনস্তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক উৎস যা-ই হোক না কেন, উন্নত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এই পার্থক্যগুলিকে হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। এমনকি বুদ্ধ্যঙ্ক ও লিঙ্গবৈষম্যহেতু পুরুষ, মেয়ে ও তৃতীয় লিঙ্গের পার্থক্য সম্পর্কে যে জৈব ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাও বর্তমান সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। এপ্রসঙ্গে Peter Singer-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, পিটার সিঙ্গার যথার্থই বলেছেন যে ছেলে-মেয়েদের অবস্থানগত পার্থক্যকে বৌদ্ধিক দুর্বলতা বা ক্ষমতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অভিধানে জেণ্ডার শব্দটি কোনো বিশেষ্য বা বিশেষ্যবাচক শব্দের লিঙ্গ বা লিঙ্গহীনতা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেণ্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য যেমন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানে জেণ্ডার শব্দের ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সমাজ বিজ্ঞানীরা জেণ্ডার শব্দটি ব্যবহার করেন। সে কারণে জেণ্ডার ও লিঙ্গ এই প্রত্যয় দুটির ব্যাখ্যা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার তা আমার সম্পূর্ণ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। সাধারণভাবে নারীবাদী দর্শনে উত্তর-আধুনিকতাবাদের প্রভাব আছে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সেই কারণে সত্য, ন্যায় ও নৈর্ব্যক্তিকতার বিশ্বজনীনতাকে অস্বীকার করা হয়। একই কারণে নারীর একক কণ্ঠস্বরকেও অংশের অস্তিত্বের কারণে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক নারীবাদ এই ধারণাগুলিতে বিশ্বাস করে। লিঙ্গ বা জেণ্ডারের ধারণা নারী-পুরুষের সহজাত ধারণা নয়। কেননা, যদি সহজাত ধারণা হতো তাহলে এর থেকে এতো সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথা ভাবা যেতো না।

মূল শব্দ: তৃতীয় লিঙ্গ, জেণ্ডারের উৎস, জেণ্ডারের ধারণা, লিঙ্গ ও জেণ্ডারের ধারণার পার্থক্য, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের কারণ, বর্তমান সমাজে তৃতীয় লিঙ্গ ও জেণ্ডার সম্পর্কে সচেতনতা।

Abstract:

Whatever the psychological or scientific source of gender inequality in contemporary society, improved social control can reduce or increase these differences. Even the biological explanation given about the difference between male, female and third gender due to intelligence and sexism is not acceptable in today's society. In this context, Peter Singer's statement is significant, "The difference in the position of boys and girls in our present society can never be explained by the intellectual ability and weakness due to gender inequality." In the dictionary, the word gender is used to indicate the gender or genderlessness of a noun or noun phrase. Commonly in grammar,

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

gender is also used to indicate gender, such as masculine, feminine, cliché, etc. But a different use of the term gender is observed in social sciences. Social scientists use the term gender to describe the differences between men and women in society. That is why it is important to understand the meaning of gender and sex, which will be discussed in my full article. Feminist philosophy in general is assumed to be influenced by postmodernism and therefore denies the universality of truth, justice and impersonality. For the same reason women's singular voice is also negated by the existence of parts. But analytical feminism believes in these ideas. The concept of sex or gender is not an inherent concept of men and women. Because, if it was an instinctive idea, it would not be possible to get rid of it so easily.

Keywords: Third sex, origin of gender, concept of gender, differences in concept of sex and gender, causes of sexism in workplace, awareness of third sex and gender in present society.

ভূমিকা: বর্তমান সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের মূল কারণ মনস্তাত্ত্বিক বা জৈবিক যাই বলা হোক না কেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণই এ বৈষম্যকে হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। বুদ্ধ্যঙ্ক ও জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে লিঙ্গবৈষম্যকে ব্যাখ্যা করা আধুনিক সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। পিটার সিঙ্গার যথার্থই বলেছেন যে "আমাদের বর্তমান সমাজে ছেলে-মেয়েদের অবস্থানের পার্থক্য কখনোই লিঙ্গ বৈষম্যহেতু বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও দুর্বলতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না।"[১] "লিঙ্গ" (sex) শব্দটি সাধারণত জৈবিক পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও "জেণ্ডার" (gender) সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক ভূমিকা ও পার্থক্য নির্দেশ করে। নারীবাদী দর্শনে উত্তর-আধুনিকতাবাদের প্রভাবে সার্বজনীন সত্য ও ন্যায়ের ধারণাকে প্রশ্ন করা হলেও বিশ্লেষণাত্মক নারীবাদ যুক্তিনিষ্ঠ বিধিকে গুরুত্ব দেয়। উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করেন যে ন্যায়বিচারের কোনো লিঙ্গ বা জেণ্ডার পরিচয় নেই— ন্যায়নীতি সবার জন্য সমান ও পক্ষপাতহীন হওয়া উচিত।

উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করেন যে 'জাস্টিস' বা 'ন্যায়নীতি'র কোনো 'সেক্স- আইডেনটিটি' নেই এবং কোনো 'জেণ্ডার-আইডেনটিটি'ও নেই। তাঁরা মনে করেন যে ব্যক্তি জীবনে সুবিচার পেতে গেলে ন্যায়নীতির দ্বারস্থ হতেই হবে। তাঁদের মতে ন্যায়নীতির কোনো লিঙ্গ পরিচয় নেই, 'প্রিনসিপল অব জাস্টিস' (principle of justice) বা ন্যায়বিধির কোনো পক্ষপাত থাকতে পারে না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-নির্বিশেষে ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য এবং সকলের ক্ষেত্রে একই বিধি সমানভাবে প্রযোজ্য। এমন নিরপেক্ষ বিধি পেতে গেলে বিধিকে যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে। তাঁরা এমন বিধির সন্ধান করছেন যা নারী পুরুষের লিঙ্গ ও জেণ্ডার পরিচয়ের ঊর্ধ্বে।[২]

তৃতীয় লিঙ্গ (Third Sex) : জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষকে নারী ও পুরুষ এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। একে Sex-difference বা যৌন পার্থক্য বলা হয়।[৩] নারী ও পুরুষের হরমোন এক। ক্রোমোজম ভেদে একই হরমোন ভিন্ন ভিন্ন রসায়ন সৃষ্টি করে। সব পুরুষের হরমোনের রসায়ন এক নয় আবার সব নারীরও হরমোনের রসায়ন এক নয়। ফলে পার্থক্যটা শুধু নারী ও পুরুষের পার্থক্য নয়, প্রভেদটা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা যায়। সাধারণত জননতন্ত্রের গঠন ও কার্যের দিক থেকে মানবজীবনে স্বাভাবিক জৈবিক লিঙ্গের প্রকাশ ঘটে। যার দুটি রূপের একটি

হলো পুরুষ এবং অন্যটি হলো নারী। জৈবিক লিঙ্গের এই স্বাভাবিকতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দৃষ্ট হলেও এর কিছু অস্বাভাবিকতাও দেখা যায়। জৈবিক লিঙ্গের এই অস্বাভাবিকতার কারণ হিসেবে মূলত দায়ী করা হয় যৌন হরমোন এবং ক্রোমোজোমের প্রভাবকে। জননতন্ত্রের অস্বাভাবিকতার জন্য স্বাভাবিক 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' ছাড়াও অন্য আর এক ধরণের লিঙ্গ সমন্বিত মানুষের সৃষ্টি হয়। এদেরকে বলা হয় জৈবিক লিঙ্গের দিক থেকে তৃতীয় লিঙ্গ (Third sex)। অর্থাৎ জৈবিক লিঙ্গের ভিত্তিতে বিচার করলে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পুরুষও নয় আবার সম্পর্ণ স্বাভাবিক স্ত্রীও নয়। তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী অথবা সামাজিক সর্বসম্মতিতে কোনোভাবেই পুরুষ বা নারী হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। সামাজিক লিঙ্গ (gender) হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থা, যা সামাজিক প্রেক্ষিতেই সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই সৃষ্টিলাভ করে বা গড়ে ওঠে। যেমন — কোনো একজন ব্যক্তি জৈবিক দিক থেকে স্ত্রী লিঙ্গ (female) হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও মানসিক দিক থেকে তিনি পুরুষ হিসেবে সমাজজীবনে বেঁচে থাকতে চান এবং পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাতে চান, সেই অনুসারে আচরণ ধারাও সম্পন্ন করতে পারেন। যৌন অভিযোজন বা যৌন অভিমুখের ওপর তার কোনো প্রভাব নেই। বস্তুত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজন নারী-পুরুষের কোনো পৃথক ও স্বতন্ত্র্যসত্তায় বিশ্বাসী না হয়ে লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে সমাজে নিজেদের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চান।

ক্রোমোজোম ও বারবডির ত্রুটি ও অস্বাভাবিকতার জন্য সাধারণত ছয় ধরণের তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়ে দেখা যায় — (ক) ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম (Klinefelter Syndrome), (খ) XXY পুরুষ (XXY Male), (গ) XX পুরুষ (XX-Male syndrome), (ঘ) টার্ণার সিনড্রোম (Turner Syndrome), (ঙ) মিশ্র যৌন গ্রন্থির বিকৃতি (Mixed gonadal dysgenesis) এবং (চ) প্রকৃত হিজড়ে (True Hermaphroditism)।

তৃতীয় লিঙ্গকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) যৌন প্রতিবন্ধী হিজড়া (খ) ছদ্মবেশী হিজড়া। (ক) যৌন প্রতিবন্ধী হিজড়াদের আবার দুভাগে ভাগ করা হয়, (ক) প্রকৃত হিজড়া এবং (খ) অপ্রকৃত হিজড়া। তেমনই ছদ্মবেশী হিজড়াদেরও চার ভাগে ভাগ করা হয়। আকুয়া, জেনানা, ছিবড়ি, ছিন্নি। (১) প্রকৃত হিজড়া: প্রকৃত হিজড়া প্রধানত তিন ধরণের হয়। প্রথমত, শরীরের একদিকে একটি শুক্রাশয় ও একটি ডিম্বাশয় এবং অপরদিকে একটি শুক্রাশয় অথবা একটি ডিম্বাশয় থাকবে। দ্বিতীয়ত, একদিকে ডিম্বাশয়, শুক্রাশয় এবং অপরদিকেও ডিম্বাশয় থাকবে। তৃতীয়ত, একদিকে একটি ডিম্বাশয় এবং অন্যদিকে শুক্রাশয় থাকবে। এদের জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী হিজড়া বলে। এদের বেশিরভাগ হিজড়া পুরুষালি, শরীর হয় পেশি বহুল। শরীরের অভ্যন্তরে থাকে শুক্রাশয়। মূত্র ছিদ্রটি শিশ্নের স্বাভাবিক স্থানে থাকে না। এটি থাকে একেবারে গোড়ার দিকে ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলা হয় 'Hypospadias'[৪]। এদের মূত্রনালী ও যোনিপথ একসঙ্গে থাকে। একে বলে 'ইউরোজেনিটাল সাইনাস' (Urogenital sinus) (২) অপ্রকৃত হিজড়া: যাদের লিঙ্গ নির্ধারণ জটিল হয়, তাদের যৌনাঙ্গের পরিপূর্ণ গঠন সম্ভব হয়ে ওঠে না। এরা হিজড়াদের দলে পড়ে, এদের অপ্রকৃত হিজড়া বলা হয়। এদের দুটি ভাগ, মহিলা অপ্রকৃত হিজড়া ও পুরুষ অপ্রকৃত হিজড়া। মহিলা অপ্রকৃত হিজড়ার ক্ষেত্রে যোনি পথ স্বাভাবিক নয়, অত্যন্ত সরু হয় এবং তা মূত্রনালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। পুরুষ অপ্রকৃত হিজড়ার ক্ষেত্রে অপুষ্টি পুরুষাঙ্গ দেখা যায়।

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

বিভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ব্যক্তি পুরুষ ও নারীর মধ্যবর্তী এই তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থান গ্রহণ করে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে পারেন। এই কারণে একজন ব্যক্তি জৈবিকভাবে পুরুষ (পুংলিঙ্গ) হিসেবে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও, প্রজনন তন্ত্রের পরিপূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও এমন কী প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানসিক দিক থেকে নারী হয়ে উঠতে পারেন। অনুরূপভাবে, একজন ব্যক্তি স্ত্রীলিঙ্গের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, প্রজননিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও নারী না হয়ে পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন, পুরুষালি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে সেই অনুসারে আচরণ ধারাকে পরিবর্তিত করে পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন। এই ধরণের মানুষগুলি সার্বিকভাবে একটি গোষ্ঠী তথা তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজে অবস্থান করেন। তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্গত এই সমস্ত মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় যেমন- (i) ক্লীব বা শিখণ্ডী (Eunuch), (ii) পুরুষ ও নারীর মধ্যবর্তী (Intersexual), (iii) রূপান্তরকামী (Transgender), (iv) হিজড়া (Hijra), (v) রূপান্তরিত লিঙ্গ (Transsexual)।

তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্গত উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেন রূপান্তরকামী লিঙ্গ (Transgender)। এই সমস্ত রূপান্তরকামী মানুষগুলি হতে পারেন সমকামী (homo- sexual), দ্বি-লিঙ্গ যুক্ত (bisexual)। বর্তমানে হিজড়া গোষ্ঠীর মানুষজনও এই তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতিলাভ করেছেন। 'হিজড়া' (Hijra) এই শব্দটি প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচলিত একটি শব্দ।[৫] এই হিজড়ারা হলেন এমন এক ধরণের পুরুষ যারা নারী সুলভ লিঙ্গ পরিচিতি (gender identity) নিয়ে সমাজজীবনে বেঁচে থাকতে চান। দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিতে এই হিজড়া সমাজ বা হিজড়া গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বেশি। পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও এরা নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে নারী রূপে নারী সুলভ আচার আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। পুরুষ ও নারীর মধ্যবর্তী বহু মানুষ (inter sex people) এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। পুরুষ বা নারী হিসেবে বিশেষ কোনো একটি লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে এরা অবস্থান করতে চান না। আগেই বলা হয়েছে বর্তমানে এরা তৃতীয় জৈবিক লিঙ্গ বা তৃতীয় সামাজিক লিঙ্গ (Third sex or gender) স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের বলা হয় 'নির্বাণ'। প্রাচীন হিন্দুধর্মেও এদের কথা আমরা শুনতে পাই। হিন্দুধর্মে আদি দেবতা হিসেবে শিবের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তা হচ্ছে অর্ধনারীশ্বর অর্থাৎ যার অর্ধেক রূপ পুরুষের আর অর্ধেক রূপ নারীর। আজকের দিনে শিবের যে রূপ আমরা দেখতে অভ্যস্ত তা হচ্ছে 'শিবলিঙ্গ' যা দেবতা শিবের প্রতীক (symbol) হিসেবে স্বীকৃত। এই শিবলিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলিঙ্গ (যোনি) এবং পুংলিঙ্গ (পুরুষাঙ্গ) এর সংযুক্ত ও সমন্বিত রূপ। বেশিরভাগ দেশজ সংস্কৃতিতে তৃতীয় লিঙ্গকে এইভাবে দেখা হয় যে, তাদের মধ্যে একটি অতি প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বিদ্যমান। ভারতীয় উপমহাদেশে 'হিজড়া' বলে যাদের আমরা জানি, তাদের এই ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার বিদ্যমানতায় অনেকেই বিশ্বাসী। হিজড়াদের এই অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আশীর্বাদ বা অভিশাপগ্রস্ত করতে পারেন। আমাদের সমাজজীবনে বেশিরভাগ মানুষ আজও শিশুদের ওপর তাদের বর্ধিত আশীর্বাদে যথেষ্ট বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল। এই কারণে শুভবিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বাড়িতে অথবা নবজাতকের জন্মের অনুষ্ঠানে তাদের সাদর আহ্বান জানানো হয়।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

রূপান্তরকামী (Transgender) : ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'Transgender' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোচিকিৎসক John F. Oliven তাঁর প্রণীত 'Sexual Hygiene and Pathology' গ্রন্থে। মানুষের লিঙ্গ পরিচয় ঘটে দুইভাবে তার একটি হলো জৈবিকভাবে এবং অপরটি হলো সামাজিক ও মানসিকভাবে। ব্যক্তির জৈবিক লিঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে যখন তার সামাজিক ও মানসিক দিকটিও সামঞ্জস্য ভাবে গড়ে ওঠে তখন সেই ব্যক্তির লিঙ্গ সংক্রান্ত তেমন কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি তার জৈবিক ভাবে প্রাপ্তলিঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে সামাজিক ও মানসিক ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না তখন এমন একটি সমস্যা তার হয় যাতে জৈবিকভাবে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি মানসিক দিক থেকে নারী হওয়ার প্রত্যাশা ও আচরণ ক্রিয়াশীল থাকে এবং এই অবস্থায় ওই ব্যক্তি সামাজিক দিক থেকে পুরুষ বা নারী কোনো একটি বিশেষ পরিচিতি পান না। অনুরূপভাবে কোনো একজন ব্যক্তি জৈবিকভাবে নারী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ হওয়ার প্রত্যাশা পোষণ করে সেই অনুযায়ী পুরুষসুলভ আচরণ সম্পাদন করতে উদ্যোগী হন। এইভাবে শারীরবৃত্তীয় ও অঙ্গ সংস্থানগত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত পুরুষ যখন নিজেকে নারীত্বে প্রদর্শন করতে চায় অথবা নারী যখন পুরুষত্বে প্রদর্শন করতে চায় তখন তারা রূপান্তরকামী বা transgender হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন — "A transgender (often shortened to trans) person is someone whose gender identity differs from that typically associated with the sex they were assigned at birth. Often, transgender people desire medical assistance to medically transition from one sex to another; those who do may identify as transsexual."[vi]

এই সমস্ত রূপান্তরকামীরা প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত জৈবিক লিঙ্গ তারা মেনে নিতে পারেন না। রূপান্তরিত হতে চান বিপরীত লিঙ্গধর্মী ব্যক্তিতে। চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা অনুসারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরকামীদের এই ধরণের মানসিক টানাপোড়েনের বিষয়টি ঘটে থাকে কৈশোরকালেই এবং এই কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমবয়সি রূপান্তরকামীরা অস্ত্রোপচারের জন্য চিকিৎসকের নিকট ছুটে আসেন। আবার এমন ঘটনাও ঘটে যে, পুরুষ লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে কোনো ছেলে নিজেকে ছেলে বা পুরুষ জৈবিক লিঙ্গের অন্তর্গত সদস্য হিসেবে মেনে নিতে না পারলেও ভেতরে ভেতরে মানসিক দিক থেকে নারী হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের চাপে পুরুষ হয়েই থাকতে হয়, বিয়ে, সংসার ধর্ম পালনও করতে হয়, কিন্তু মানসিক সমস্যা থেকেই যায়। অনেকে বিয়ে করার পর পিতৃত্বের অধিকারী হওয়ার পরও মধ্যবয়সেও অস্তিত্বের সংকটে ভুগতে ভুগতে শেষ পর্যন্ত সেই চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়ে নারী হওয়ার প্রত্যাশায় ছুটে যান। রূপান্তরকামী এই সমস্ত ব্যক্তিদের কেউ কেউ আবার চিকিৎসার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছেন। রূপান্তরকামীদের এমনও হতে পারে যাদের প্রজনন ক্ষমতা নেই আবার এমনও হতে পারে যাদের প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত মানুষগুলির প্রধান সমস্যা হলো লিঙ্গ পরিচিতির সংকট। বিশেষত লিঙ্গ পরিবর্তনকামী আকুয়ারা পরিপূর্ণ নারীত্বের স্বাদ পেতে চায়। পুরুষকে এরা প্রেমিক ভাবে। সমবয়সী কোনো মেয়েকেই বন্ধু বলে পেতে চায়। কিন্তু মেয়েলি স্বভাবের এই ছেলেদের মেয়েরা বন্ধু বলে মেনে নিতে পারে না। নারী-পুরুষের উভয়ের কাছেই এরা প্রত্যাখ্যাত। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত রূপান্তরকামীরা আজও সমাজে অনেকখানি ব্রাত্য, তাঁরা সেটা পদে পদে টের পান। মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশা কে খুলে বলার মতো কোনো লোক এরা খুঁজে পায় না। এই

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

সময় হিজড়েদের সঙ্গে তারা আশ্চর্য মিল খুঁজে পায়। হিজড়েরাও সহযোগিতা ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। দলের বাড় বাড়ন্তকে অব্যাহত রাখতে হিজড়েরা এদের সংগ্রহ করে। একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে সাংসারিক-পারিপার্শ্বিক চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা আকুয়ারা এক সময় এসে ভিড়ে যায় হিজড়েদের দলে। এখানে মানসিক শান্তি আছে। আছে হিজড়ে দলের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে উপার্জনের সুযোগ। পৃথিবীতে উন্নত দেশেরও বিপরীত সাজসজ্জাকামী ও যৌন পরিবর্তনকামী আছে। তবে এখানে এই জাতীয় মানসিকতার সামাজিক ও আইনী স্বীকৃতি আছে। তাই ওদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটা ওখানে সম্ভব, এখানে নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ এই মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের হিজড়েদলের আকুয়া শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

বর্তমানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত (Supreme Court) ২০১৪ সালে ১৫ই এপ্রিল NLSA(National Legal Services Authority) প্রদত্ত রায়ে তাঁদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং অধিকারও নিশ্চিত করেছেন। যদিও শিক্ষাঙ্গনে ও কর্মক্ষেত্রে সেই অধিকার বাস্তবায়িত করা সম্পূর্ণভাবে এখনো সম্ভব হয়নি।

জেণ্ডারের উৎস (origin of gender) : 'জেণ্ডার' শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন Ann Oakley ১৯৭০ সালে। এর অর্থ হলো সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের জন্যে সৃষ্ট ভূমিকা বা বৈশিষ্ট্য। যেমন- সামাজিকভাবে মনে করা হয় নারী হবে সেবা পরায়ণা। সংসারের কাজ কর্ম ও সন্তান পালনের দায়িত্ব নারীর। আর পুরুষ হবে কঠোর, আয় উপার্জনকারী নারী ও পুরুষের এই যে নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা তা সমাজের তৈরি। ১৯৭০ সালের পরে জাতিসংঘের নারী ও শিশু উন্নয়ন বহিঃবিভাগ এবং তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক উন্নয়ন তদারকী দপ্তরসমূহ Gender কে বিশেষ তাৎপর্যময় অবস্থায় গ্রহণ করেছে। তারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়ন অবকাঠামোতে জেণ্ডারচেতনাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ প্রগতিশীল নারীকে উন্নয়নের কাজে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করণের ক্ষেত্রে Gender চেতনা নানাভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চীনের বেইজিং এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিশ্ব জুড়ে নারীকে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রযাত্রার মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য Gender কে আরো বেশী জোরদার করা হয়েছে। যার ফলে বিগত শতাব্দীর নব্বই দশক থেকে বিশ্ব জুড়ে Gender একটি আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে জাতিসংঘ নারী অধিকার ফোরাম, মানবাধিকার ফোরাম, মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা কার্যক্রম Gender কে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করছে। ভারতবর্ষের NGO সমূহ তাদের নানাবিধ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে Gender Concept কে সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর ক্রমাগত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছে, বিশেষ করে তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

নারীবাদীরা এই লিঙ্গ বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন যে নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক গঠনের ভেদ থাকা সত্ত্বেও লিঙ্গগত ভেদ নেই। 'sex' ও 'gender' এই দুটি ইংরাজী শব্দের পার্থক্যের প্রতি নারীবাদীরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'sex' শব্দটি নারী ও পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে বোঝায়। কিন্তু আমাদের সমাজ এই পার্থক্যের নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছে। এই সমাজ নারী ও পুরুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন ভিন্ন

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

আচরণ প্রত্যাশা করে। মনে রাখতে হবে যে এই আদর্শ সমাজের দ্বারা কল্পিত বা উদ্ভাবিত। সমাজ পুরুষের কাছে প্রত্যাশা করে সাহস, দৃঢ়তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম এবং নারীর মধ্যে দেখতে চায় কোমলতা ও নমনীয়তা। সমাজ এইভাবে লিঙ্গভেদ সৃষ্টি করে। Gender কোনো মানুষের স্বরূপগত ধর্ম নয়। সমাজ gender সৃষ্টি করে। আসলে মানুষের কোনো gender বা লিঙ্গ নেই- 'individuals do not have gender'. কোনো মানুষ নারী হয়ে জন্মায় না; সমাজ তাকে নারীতে পরিণত করে- 'one is not born, but rather becomes a woman.'[vii]

জেণ্ডারের ধারণা (Concept of gender) : এই 'gender' শুধুমাত্র লিঙ্গ নয় বরং সামাজিক লিঙ্গ। জৈবিকভাবে সৃষ্ট পুরুষ প্রাণীটি সামাজিকভাবে যখন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তখন তাকে পুরুষ হিসেবে সমাজ স্বীকৃতি দেয়। গড়ে ওঠে তার মধ্যে কিছু পুরুষালি বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে স্ত্রী-প্রাণীটির মধ্যেও গড়ে ওঠে কতকগুলি নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ তখন তাকে নারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার পর তার মধ্যে প্রকাশিত হয় পুরুষত্ব আর নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার পর নারীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নারীত্ব। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে নির্মিত এই পুরুষ ও নারী ধীরে ধীরে তাদের লিঙ্গ ভূমিকার (Gender role) বিষয়ে অবহিত হতে থাকে। "Gender is used to describe those characteristics of women and men, which are socially constructed, while sex refers to those which are biologically determined. People are born female or male but learned to be girls and boys who grow into women and men. This learned behavior makes up gender identity and determines gender roles."[viii] অর্থাৎ, সামাজিক লিঙ্গের দ্বারা নারী ও পুরুষের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়, ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজসৃষ্ট। আবার জৈবিক লিঙ্গ বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে যেগুলি জৈবিক প্রকৃতির কর্তৃক নির্ধারিত। মানুষ নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্মায় কিন্তু মেয়ে বা ছেলে হিসেবে পরিচিত হতে হতে ক্রমে নারী বা পুরুষে পরিণত হয়। এই আত্মীকৃত আচরণ সামাজিক লিঙ্গের দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং সামাজিক লিঙ্গের ভূমিকা নির্ধারণ করে। "Gender is division of people into two categories, 'men' and 'women' Through interaction with caretakers, socialization in childhood, peer pressure in adolescence, and gendered work and family roles women and men and socially constructed to be different behavior, attitudes and emotions. The gendered social order is based or maintains these differences."[ix] অর্থাৎ, লিঙ্গ দ্বারা মানুষকে দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় নারী ও পুরুষ। পালনকর্তাদের সঙ্গে ক্রমাগত সম্পর্ক, বাল্য অবস্থা থেকে প্রতিনিয়ত সামাজিকরণ, যৌবনে সঙ্গীদের চাপ, লিঙ্গভেদে কাজকর্ম এবং নারী ও পুরুষেরদের প্রতি পরিবারের ভূমিকা এবং সমাজসৃষ্ট বিভিন্ন চাপ নারী ও পুরুষকে ভিন্ন আচরণ, প্রবণতা এবং প্রক্ষোভ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক নিয়মকানুন এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এককথায় বলা যায় সামাজিক লিঙ্গ (Gender) সমাজসৃষ্ট। নারী ও পুরুষ এই দুই লিঙ্গের কর্ম বিভাজন সমাজ দ্বারা তৈরি। তাঁদের আচার, আচরণ, জৈবিক ব্যবহার, প্রবণতা, প্রক্ষোভ ভিন্ন ভিন্ন। এগুলির কিছুটা জন্মের পর থেকে শেখা এবং কিছুটা জৈবিক গঠনের ওপর নির্ভরশীল।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

লিঙ্গ ও জেণ্ডারের ধারণার পার্থক্য (differences in concept of sex and gender) : নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য 'জেণ্ডার' শব্দটি ব্যবহার করা হয় আর নারী ও পুরুষের মধ্যে যে জৈবিক পার্থক্য (Biological difference) রয়েছে, সেক্স শব্দ দ্বারা তা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

Sex-সেক্স শব্দটি সবার নিকট পরিচিত। এর নানা অর্থ আছে। তবে মূল অর্থটি জীববিজ্ঞান (Biology) এর সঙ্গে জড়িত। জীব বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু জৈবিক (Biological) পার্থক্য আছে। যেমন নারী সন্তান ধারণ করে, পুরুষ করে না; যৌন মিলনে পুরুষ সক্রিয়, নারী তুলনামূলকভাবে কিছুটা নিষ্ক্রিয়; পুরুষের দাঁড়ি-গোফ হয়, নারীর হয় না; সন্তান ধারণ ও লালনের জন্য নারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, পুরুষের সেগুলো নেই। নারী ও পুরুষের এই যে শারীরিক পার্থক্য এটি সামাজিকভাবে সৃষ্ট নয়, বরং জৈবিক। নারী ও পুরুষের এই জৈবিক পার্থক্য বোঝাতেই 'সেক্স' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেক্স ভিন্নতার জন্য মানব জাতির দুই অংশের একটি পুরুষ অন্যটি নারী। সেক্স অর্থ নারী-পুরুষ জৈবিক ভেদ। জৈবিক কারণে কেউ পুরুষ হয়ে জন্মায়, কেউ নারী হয়ে জন্মায়।

নারী ও পুরুষের সেক্স পার্থক্য নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যখন নারী ও পুরুষের এই জৈবিক পার্থক্যের দোহাই দিয়ে পুরুষের মধ্যে কতিপয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সেগুলোকে পুরুষ সুলভ (masculine) বৈশিষ্ট্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং নারীর মধ্যে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আরোপ করে সেগুলোকে নারীসূলভ (feminine) বৈশিষ্ট্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে (Biological) সম্পর্ক বা যোগ নেই; সমাজ এই বিভেদমূলক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে পৌরুষত্ব (masculinity) এবং নারীত্ব (femineity) র ধারণার জন্ম দিয়েছে। পুরুষ ও নারীর সেক্স ভেদাভেদকে ভিত্তি করে সমাজ নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট, নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ককেই জেণ্ডার বলা হয়ে থাকে। পুরুষ (male) ও নারী (female) জৈবিক পার্থক্য অর্থাৎ সেক্স পার্থক্য। অপরপক্ষে পৌরষত্ব (masculinity) ও নারীত্ব (femineity) সমাজ বিনির্মিত পার্থক্য অর্থাৎ জেণ্ডার পার্থক্য। জেণ্ডার বলতে তাহলে আমরা বুঝবো, সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, আচরণ, সামাজিক দায়-দায়িত্ব বা ভূমিকা আর সেক্স বলতে আমরা বুঝবো, জৈবিক বা প্রকৃতিগতভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। জেণ্ডার নারী-পুরুষের কাজের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না কিন্তু সেক্স নারী-পুরুষের কাজের মাঝে পার্থক্য করে। জেণ্ডার সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত আর সেক্স শরীরবৃত্তীয় কাজের সাথে সম্পর্কিত। জেণ্ডার সামাজিকভাবে সৃষ্ট অভিজ্ঞতা, এটা জৈবিক বাধ্যবাধকতা নয়। সেক্স নারী- পুরুষের জৈবিক পরিচয় বহন করে কিন্তু জেণ্ডার নারী-পুরুষের উপর আরোপিত সামাজিক পরিচয় বহন করে। জেণ্ডার প্রত্যয়টি women বা নারী শব্দের চেয়ে ব্যাপক ও অধিকতর বস্তুধর্মী। কারণ জেণ্ডার শুধু নারীকে নয়, নারী ও পুরুষ উভয়কে বোঝায়। প্রতিটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ জেণ্ডার নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বা ক্ষমতার কমবেশী (inequality of power) সম্পর্কে ইঙ্গিত করে না। ফলে জেণ্ডার বস্তুনিষ্ঠ। জেণ্ডার নারী-পুরুষের জৈবিক ও . সামাজিক পার্থক্যকে যুক্তি সহকারে চিহ্নিত করে নারী ও পুরুষের জৈবিক ভূমিকার সঙ্গে সামাজিক ভূমিকার প্রভেদ তুলে ধরে নারী-পুরুষের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক সম্পর্কগুলোকে সামনে নিয়ে আসে এবং সম্পর্কগুলোর মধ্যে

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

কোন্‌গুলি জীব বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা নির্ধারিত এবং কোন্‌গুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করে। এভাবে জেণ্ডার প্রত্যয় জীববিজ্ঞানের ভিত্তিতে নারীকে পুরুষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ করার সামাজিক প্রক্রিয়ার অসারতা প্রমাণ করতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের কারণ (causes of sexism in workplace) : কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে নেতৃত্বের ভূমিকায় নারী প্রতিভাকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রতি অন্যায় এবং প্রতিভার অপচয় নয়, এটি অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতার উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। 1970-এর দশকের নারীবাদের দিন থেকে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও, বেসরকারী এবং সরকারী ক্ষেত্রে উভয়ই লিঙ্গ সমতা অর্জন থেকে অনেক দূরে। মহিলা কর্মচারী সংস্থাগুলির সম্ভাবনার উন্নতি করার জন্য এটিকে এইচআর বিভাগের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখায়। বিভিন্ন সম্মতিমূলক উদ্যোগের চেষ্টা করা হয়—অচেতন পক্ষপাতমূলক প্রশিক্ষণ, যৌন হয়রানি সচেতনতা প্রশিক্ষণ—কিন্তু এগুলি প্রায়ই 'টিক-বক্স' ব্যায়াম যার কিছু ইতিবাচক ফলাফল এবং কিছু নেতিবাচক। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা একটি ভিন্ন পদ্ধতির প্রস্তাব করে, প্রস্তাব করে যে লিঙ্গ সমতা অর্জনে পুরুষদের সহযোগী হিসাবে পুরুষরা অনুপস্থিত উপাদান, যে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি সব স্তরে একটি নেতৃত্বের সমস্যা, এবং সংস্থাগুলিকে কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যা ইচ্ছাকৃতভাবে সহযোগী আচরণকে মূল্য দেয় এবং উৎসাহিত করে। লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। 1970 সাল থেকে, যে বছর জার্মেই গ্রিয়ারের মহিলা নপুংসক প্রকাশিত হয়েছিল, 2000 সাল পর্যন্ত, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতার দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, গত দুই দশকে অগ্রগতি— যেমন কর্মসংস্থান সংখ্যা, বেতনের সমতা এবং সিনিয়র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় প্রতিনিধিত্ব দ্বারা পরিমাপ করা হয়েছে—ধীর হয়েছে (কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন একটি প্রবণতা আরও খারাপ হয়েছে), এবং ঐতিহ্যগতভাবে নারীদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে পেশাগত অগ্রগতি চাওয়া যখন তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের মূল কারণ হলো সচেতনতার অভাব।

পুরুষদের এই ভূমিকা নিতে চাওয়ার তিনটি ভালো কারণ রয়েছে, এমনকি পুরুষ-শাসিত পরিবেশেও। প্রথমত, তারা যে মহিলাদের সমর্থন করতে চাইবে তাদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত সংযোগ থাকবে। দ্বিতীয়ত, কারণ তারা ব্যবসার বিষয়টি বোঝে। একটি বৈচিত্র্যময় এবং লিঙ্গ-ভারসাম্যপূর্ণ কর্মশক্তির অর্থ হতে পারে আরও সৃজনশীলতা, উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং আরও ভাল কর্মক্ষমতা— অথবা আরও কুৎসিতভাবে কারণ সঠিক জিনিসটি তাদের ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডের জন্য ভাল। তৃতীয়ত, বিশুদ্ধ পরার্থপরতার মাধ্যমে— সকলের জন্য এবং বিশেষ করে তাদের সন্তানদের জন্য একটি ভালো, সুন্দর পৃথিবী। মহিলাদের জন্য, কখনও কখনও পুরুষদের দ্বারা প্রদর্শিত শৌখিন প্রতিরক্ষামূলক আচরণ দুর্বল এবং ক্ষমতাহীন হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, লিঙ্গ সমতায় বিশ্বাসী পুরুষরা মনে করেন এবং বলেন যে তারা এটি সম্পর্কে কিছু করছেন যখন আসলে তারা খুব কম করছেন। এটি সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনতার অভাব, বা প্রতিক্রিয়ার অভাব, বা তাদের কী ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কারণে হতে পারে।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

বর্তমান সমাজে তৃতীয় লিঙ্গ ও জেণ্ডার সম্পর্কে সচেতনতা (awareness of third sex and gender in present society) : অধিকাংশ মানুষই তাদের মৌলিক অধিকার এবং সক্ষমতার দিকগুলির সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের এই উপলব্ধি নেই যে, আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে। পরিবার ও সমাজে যে সমস্ত বৈষম্যগুলি বিদ্যমান সেগুলিকে তারা নিজেদের জীবনে মেনে নেয়। তাদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতা কার্যত তাদের প্রতি বৈষম্যগুলিকে পরিবার ও সমাজে টিকিয়ে রাখতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। পরিবার ও সমাজজীবনে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান, সূক্ষ্মভাবে দেখা ও বোঝার মতো দৃষ্টিভঙ্গি বেশির ভাগ নিরক্ষর মানুষের মধ্যে থাকে না। ফলে তাদের মধ্যে অন্ধ আনুগত্য, অদৃষ্টবাদিতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার প্রভৃতি অনেক বেশি দেখা যায়। এরই পরিণতিতে জীবনযাত্রায় নিম্নমান, পুষ্টিহীনতা, শোষণ নির্যাতন নারীদের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজে তুলনামূলকভাবে বেশি। এটি একটি আপাতবিরোধী সত্যের তুলনায়ও অদ্ভুত যে যখন প্রায় সমস্তধরণের জীবিকাই শেষপর্যন্ত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে তখনও ‘পেশাদারী হিজড়া’ বৃত্তি থেকে নিজেদের অধিকার অনুসারে জীবনযাপন করে না। যখন যোগ্যতা অনুসারে সকল মহিলাই শিক্ষার সুযোগ পেল তখন মহিলাদের শিক্ষা সম্বন্ধে এতই সন্দেহ উৎপন্ন হলো যে বিবাহ ও সন্তানধারণের জন্য আরো বেশি সংখ্যক মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ত্যাগ করতে শুরু করল। যখন আধুনিক সমাজে তাদের জন্য বহুবিধ ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ এল, তখন তারা সচেতনভাবে একটি মাত্র ভূমিকাতেই নিজেদের আবদ্ধ করে রাখল। যখন সেই সমস্ত আইনী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অন্তরায়গুলি যা কখনো মহিলাদের পুরুষের সমকক্ষ, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন, নিজের যোগ্যতা স্বাধীনভাবে তুলে ধরার উপযোগী স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা হিসাবে বিকশিত হতে বাধা দিয়েছিল তখন কেনইবা সেগুলি অপসারণের পরও সে সেই নতুন ভাবমূর্তিকেই স্বীকার করে নিচ্ছে যা তাকে কোনো মানুষ নয়, কেবল ‘মহিলা’ হিসাবে গণ্য করে? কিন্তু যে ব্যক্তি মানুষ নারী-পুরুষের কোনো পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাসী না হয়ে ‘লিঙ্গ’ নিরপেক্ষভাবে সমাজে নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চান সেই ব্যক্তি মানুষ তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্গত হন তাহলে তিনি পুরুষ বা নারী হিসেবে বিবেচিত হন না।

সুপ্রিমকোর্টের ২০১৪ সালে NLSA রায় অনুসারে UGC ভারতের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেন যে তৃতীয় লিঙ্গ ব্যক্তির জন্য ভর্তির ফর্মে একটি পৃথক ঘর রাখতে হবে। তাদের জন্য Wash Room, Rest Room ইত্যাদি করতে হবে। ট্রান্সজেণ্ডার ভুক্ত মানুষদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য ‘Sensitization Programme and Awareness Workshop’ করতে হবে। অর্থাৎ ছাত্র, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী প্রভৃতিদের মধ্যে Transgender সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কর্মশালা ও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

Cover Page

উপসংহার : 1965 খ্রিস্টাব্দে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোচিকিৎসক John F. Oliven তাঁর 'Sexual Hygiene and Pathology' নামক গ্রন্থে প্রথম Transgender শব্দটি ব্যবহার করেন। ইতিপূর্বে 1949 খ্রিস্টাব্দে David Oliver Cauldwell Transsexualism শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করেন। পরে 1966 খ্রিস্টাব্দে Harry Benjamin লিঙ্গান্তর (Transgender)- শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি লিঙ্গান্তর সম্পর্কিত নানা বিবরণ ও অবস্থার সঠিক পরিচিতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইগুলিকে শ্রেণিবিভাগ করার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যা পরে অনেক ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়। তবে মার্গারেট মিড 'Male and Female' গ্রন্থে বলেন, "আমরা এমন কোনো সংস্কৃতির কথা জানিনা যা স্পষ্টভাবে একথা বলে যে পরবর্তী প্রজন্মের সৃষ্টির ছাড়া এমন কোনো ক্ষেত্রেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে। অন্যত্র সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা বিবিধগুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত মানুষমাত্র এবং তার কোনো কিছুই নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি বিশেষ লিঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট থাকে না।"[১০] ট্রান্সজেণ্ডার ভুক্ত শিক্ষার্থীরা এই 'Scheme of National Fellowship for other Backward Classes' স্কীমের জন্য আবেদন করতে পারে। তারা এই বৃত্তিটির জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা, চাকরি ও প্রশিক্ষণ ট্রান্সজেণ্ডারদের জন্য সংরক্ষণ চালু হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা'র মাধ্যমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ট্রান্সজেণ্ডার, হিজড়ে প্রমুখদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শেষে চাকরির ব্যবস্থা করা হয় এই স্কীমের অধীনে। যেমন- কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজে অধ্যক্ষপদে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হয়েছে।

সুতরাং কোনো মানুষ যখন নিজের পরিচয় হিসেবে নিজেকে পুরুষ অথবা নারী এইভাবে তুলে ধরে তখন তার পিছনে থাকে একান্ত নিজস্ব এক নারীত্ববোধ বা পুরুষত্ববোধ। লিঙ্গ পরিচয় ব্যক্তির মধ্যেকার নারীত্ব বা পুরুষত্ববোধ (অথবা দুই-ই অথবা কোনোটিই নয়) সম্পর্কে অন্তরঙ্গ আত্মপ্রত্যয় — "Gender identity is the person's innermost concept of self as either male or female or both or neither."[xi] এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ব্যক্তির লিঙ্গবোধ একান্তই নিজস্ব (Subjective)। সুতরাং তা আপাত দৃশ্যমান যৌন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জৈবিক লিঙ্গের সঙ্গে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। সেই কারণে কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ পরিচয় হিসেবে চার প্রকার বিকল্প হতে পারে। নারী (আমি একজন নারী)। পুরুষ (আমি একজন পুরুষ)। উভয় পরিচয় (আমি একাধারে নারী ও পুরুষ দুই-ই)। পরিচয়হীন (আমি নারী বা পুরুষ কোনোটিই নয়)। সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষই নিজেকে হয় নারী অথবা পুরুষ হিসেবে পরিচিত করতে চায় এবং এই পরিচয় তার জৈবিক লিঙ্গ লক্ষণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। কিন্তু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে একজন নারী নিজেকে পুরুষ অথবা একজন পুরুষ নিজেকে নারী হিসেবে ভাবতে পারে।

তথ্যসূত্র (Reference) :

১. নন্দী, নবকুমার ও বল, মানিক। ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান। কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ২০০১, পৃঃ ৫১।
২. মৈত্র, শেফালী। নৈতিকতা ও নারীবাদ। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:10(3), October, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed : Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available : www.ijmer.in

৩. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ ২৪২।

৪. মজুমদার, অজয় ও বসু, নিলয়। ভারতের হিজড়ে সমাজ। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১১, পৃঃ ২৯।

৫. মুখোপাধ্যায়, ড. দুলাল, কবিরাজ, ড. উদয় শঙ্কর ও হালদার, ড. তারিণী। লিঙ্গ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় ও সমাজ। কলকাতা: আহেলি পাবলিশার্স, ২০২৪, পৃঃ ৩৬।

vi. https://en.wikipedia.org/wiki/Transgender

xii. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭, পৃঃ ২৪৩।

xiii. https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1 (World Health Organization, 2002).

ix. sociology.iresearchnet.com (Borgata, EF and Montogomery, RJV 2000)

১০. ঘোষ, সারদা। নারীত্বের রহস্যময়তা বেটি ফ্রিডান ও মার্কিন নারীবাদ। কলকাতা: শিরোপা, ২০১৯, পৃঃ ৯১।

xi. চক্রবর্তী, ড. প্রণবকুমার। লিঙ্গ, বিদ্যালয় ও সমাজ। কলকাতা: রীতা পাবলিকেশন, ২০১৪, পৃঃ ৫।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) :

1. গুপ্ত, দীক্ষিত। নীতিশাস্ত্র। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭।
2. ঘোষ, ডঃ সঞ্জীব। নীতিবিদ্যা। কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০০৮।
3. ঘোষ, সারদা। নারীত্বের রহস্যময়তা বেটি ফ্রিডান ও মার্কিন নারীবাদ। কলকাতা: শিরোপা, ২০১৯।
4. চক্রবর্তী, ড. প্রণবকুমার। লিঙ্গ, বিদ্যালয় ও সমাজ। কলকাতা: রীতা পাবলিকেশন, ২০১৪।
5. বসু, রাজশ্রী। নারীবাদ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২।
6. নন্দী, নবকুমার ও বল, মানিক। ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান। কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ২০০১।
7. মজুমদার, অজয় ও বসু, নিলয়। ভারতের হিজড়ে সমাজ। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১১।
8. মুখোপাধ্যায়, ড. দুলাল, কবিরাজ, ড. উদয় শঙ্কর ও হালদার, ড. তারিণী। লিঙ্গ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় ও সমাজ। কলকাতা: আহেলি পাবলিশার্স, ২০২৪।
9. মৈত্র, শেফালী। নৈতিকতা ও নারীবাদ। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।
10. রায়, প্রদীপকুমার। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা (পিটার সিঙ্গার)। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০১১।
11. Beauvoir, Simone de. The Second Sex (Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier trans.). London: Vintage Books, 2011.
12. Beauvoir, Simone de. The Second Sex. (H.M. Parshley trans. & ed.). London: Picador, 1988.
13. Bhasin, Kamla. Understanding Gender. New Delhi: Women Unlimited, 2003.
14. Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysic of Morals, Trans. By H.J. Paton, as The Moral Law, Hutchinson and Co (Publishers) 1.td., London, 1976.